১ অগাস্ট ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জুলাই ২০১৪

রাজনৈতিক সহিংসতা

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিকার

রোহিঙ্গা-বাংলাদেশীদের বিয়ে বন্ধে আইন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

কটুক্তি করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিযুক্ত

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

নারীর প্রতি সহিংসতা

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং*অধিকার*

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে

মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* রাষ্ট্রীয় হয়রানীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের জুলাই মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৮ জন নিহত এবং ৫৮৯ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩৫টি এবং বিএনপি'র ৫টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪২৮ জন এবং বিএনপি'র ৫২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২. ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় থেকে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন ধরনের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে হলদখল, টেন্ডারবাজি, ভর্তি বাণিজ্য এবং আধিপত্য বিস্তারসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের জন্য পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় রাজনৈতিক সহিংসতা এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৩. গত ১৩ জুলাই ঢাকা মহানগরীর শাহবাগ থানা পুলিশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী ঢাকা কলেজের ইতিহাস বিভাগের ১ম বর্ষের ছাত্র ইমরান হোসেনকে মোস্তাফিজুর রহমান নামে অন্য এক কলেজ ছাত্রকে অপহরন করে মুক্তি পণ চাওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ অপহৃত মোস্তাফিজুর রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হল থেকে উদ্ধার করে। ইমরান দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পরিচয় দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবেশ বিষয়ক উপ-সম্পাদক এ বি সিদ্দিক ওরফে রাহাতের মহসিন হলের ৫২৮ নম্বর কক্ষে থাকছিলো। ইমরান ও তার কয়েকজন সহযোগী গত ১২ জুলাই নেদারল্যান্ডস-ব্রাজিলের বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার কথা বলে পূর্বপরিচিত মোস্তাফিজুর রহমানকে ডেকে এনে মহসিন হলে আটকে রাখে এবং ফোনের মাধ্যমে তাঁর বাবার কাছে ৭০,০০০ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মোস্তাফিজুর রহমানের বাবা মোখলেছুর রহমান এই ব্যাপারে পুলিশকে অবহিত করলে পুলিশ ইমরানকে গ্রেফতার করে এবং অপহৃত মোস্তাফিজুর রহমানকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় মোস্তাফিজুর রহমানের বাবা মোখলেছুর রহমান বাদী হয়ে আটক ইমরান ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী সুজন, রায়হান ও শাহাবের নাম উল্লেখ করে শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।[১]

৪. গত ১৪ জুলাই যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী নাঈমুল ইসলাম রিয়াদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুবৃর্ত্তরা। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

[১] প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৪

পর থেকেই ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে।[২] তা সত্ত্বেও কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীমের সঙ্গে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সঞ্জয় ব্যানার্জি গ্রুপের দ্বন্দ্বের কারণে এই ঘটনা ঘটে। এই দ্বন্দ্বের জের ধরে গত ১৩ জুলাই পরিবেশ বিজ্ঞান অনুষদের প্রথম বর্ষের ছাত্র তানভীর একই অনুষদের শেষ বর্ষের ছাত্র বাদলকে মারধর করে। ১৪ জুলাই তানভীরের কাছে রিয়াদ এই বিষয়ে জানতে চাইলে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। বিষয়টি তানভির মোবাইল ফোনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামীমকে জানায়। এর কিছু সময় পরে কয়েকটি মোটরসাইকেলে বহিরাগত কয়েকজন যুবক ক্যাম্পাসের মূল ফটকে এসে নাঈমুল ইসলাম রিয়াদকে কোপাতে থাকে। তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে জুয়েল নামে এক ছাত্র আহত হয়। পরে স্থানীয় লোকজন ও শিক্ষার্থীরা আহত দুজনকে উদ্ধার করে যশোর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ এন কে আলম রিয়াদকে মৃত ঘোষণা করেন।[৩]

৫. দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং রাজনৈতিক সহিংসতার তদন্তের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। *অধিকার* মনে করে, ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচন দেশ ও জাতিকে গভীর সংকটে নিপতিত করেছে, যা গণতান্ত্রিক পথকে কঠিন করে তুলেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দলবাজি, দুর্বৃত্তায়ন এবং সহিংসতা বন্ধ করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সংলাপের মধ্যে দিয়ে বিরোধ মেটাতে *অধিকার* আহ্বান জানাচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৬. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জুলাই মাসে ১৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। নীচে মৃত্যুর ধরণ ও নিহতদের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৫ জনের মধ্যে ১১ জন পুলিশের হাতে তথাকথিত ‘ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে’ মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে হত্যাঃ

৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৫ জনের মধ্যে ১ জন পুলিশ, ১ জন র‍্যাব ও ১ জন আনসার এর গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

৯. এই সময়ে ১ জন পুলিশের হাতে নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

---

[২] যুগান্তর, ১৫ জুলাই ২০১৪

[৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন ও প্রথম আলো, ১৫ জুলাই ২০১৪

নিহতদের পরিচয়ঃ

১০. নিহত ১৫ জনের মধ্যে ২ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) এর সদস্য, ১ জন বিপ্লবি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ১ জন বিএনপি নেতা, ১ জন ঝুট ব্যবসায়ী, ১ জন ওয়ার্ড মেম্বার এবং ৯ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১১. আইনপ্রয়োগকারী সংস্থগুলো আইনী প্রক্রিয়ার বাইরে এসে বিচারবহির্ভূতভাবে সন্দেহভাজনদের হত্যা করাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর এই ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের দায়মুক্তিমূলক বক্তব্য তাদেরকে এই কাজে আরো উৎসাহিত করছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছে।

১২. গত ১১ জুলাই ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর ও হরিনাকুন্ডু উপজেলায় আবদুর রশীদ (৩৪) ও হযরত আলী (৩৬) নামে দুই ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। পেশায় দুজনই ছিলেন কৃষক। নিহত দুই ব্যক্তির পরিবার ও এলাকাবাসী জানিয়েছেন,পুলিশ তাঁদের ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। তাঁদের নামে কোন মামলা ছিল না। ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার আলতাফ হোসেনের ভাষ্যমতে গত ১১ জুলাই হরিনাকুন্ডু থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফারুক হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল এলাকায় টহল দিচ্ছিল। রাত আনুমানিক তিনটায় রিশখালী আমতলা এলাকায় একদল চরমপন্থী তাঁদের লক্ষ্য করে হাত বোমা নিক্ষেপ করে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ১০-১২ মিনিট বন্দুকযুদ্ধ হয়। এক পর্যায়ে চরমপন্থীরা পালিয়ে গেলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে হযরত আলীর গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ বন্দুকযুদ্ধের কথা প্রচার করলেও জানা যায় যে, গত ১০ জুলাই সন্ধ্যায় কোটচাঁদপুরের লক্ষীপুর বাজার থেকে আবদুর রশীদ ও হযরত আলীকে বাজারে উপস্থিত অনেক মানুষের সামনে থেকে ধরে নিয়ে যায় লক্ষীপুর বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা। নিহত আবদুর রশীদের বাবা ইসলাম মণ্ডল বলেন, তাঁর ছেলেকে গত ১০ জুলাই সন্ধ্যায় লক্ষীপুর বাজার থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর অনেক খোঁজাখুজি করেও তাঁর ছেলের কোন সন্ধান পাননি। নিহত হযরত আলীর বড় ভাই আবদুর রশীদ বলেন, তাঁর ভাইকে ছাড়ানোর জন্য তাঁরা রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাধ্যমে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এই সময় দুই লাখ টাকা দাবি করা হয়। টাকা নিয়ে যোগাযোগ করার আগেই হযরত আলীকে পুলিশ মেরে ফেলে।[৪]

১৩. গত ১৭ জুলাই সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা বিএনপির সহসম্পাদক ও জালালপুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস এম বিপ্লব কবির পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। নিহত বিপ্লব তালা উপজেলা শালিকা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক ছিলেন। নিহত বিপ্লবের মা হালিমা খাতুন অভিযোগ করেন, জমিজমা নিয়ে চাচাতো ভাইদের সঙ্গে তাঁর ছেলেদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলেছিল। এর জের ধরে গত ১৭ জুলাই রাত আনুমানিক সোয়া ১২ টায় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবের চাচাতো ভাই মাহবুব শেখ, তোজাম শেখ ও প্রতিবেশী শাহিন শেখসহ ২০-২৫ জনের একটি দল তাঁদের বাড়িতে হানা দেয় এবং বিপ্লবকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় তাঁদের চিৎকারে আশে পাশের লোকজন ছুটে এলে পুলিশ তাঁদের লক্ষ্য করে পাঁচ-ছয়টি গুলি ছোঁড়ে। এতে প্রতিবেশী সাফায়েত মোড়লের হাতে ও পায়ে গুলি লাগে। এক পর্যায়ে প্রতিবেশীরা চলে গেলে বিপ্লবের মাথায় আঘাত করা

[৪] প্রথম আলো ১৩ জুলাই ২০১৪

হয় এবং তাঁকে মারতে মারতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে তিনি জানতে পারেন, বিপ্লবকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ আবদুল গফুর বলেন, বিপ্লবকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ১৭ জুলাই দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় হাসপাতালে আনা হয়। সেই সময় তাঁর প্রচণ্ড রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। সকাল ৭:০৫ মিনিটে বিপ্লবের মৃত্যু হয়।[৫]

হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ

১৪. হেফাজতে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হচ্ছে না। এই সনদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন বা দুর্ভোগ এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা আছে। ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

১৫. গত ১২ জুলাই মিরপুর থানা পুলিশের হেফাজতে মাহবুবুর রহমান সুজন (৩০) নামের এক ঝুট ব্যবসায়ীকে নির্যাতন করে হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, ঝুট ব্যবসার চাঁদার টাকা না দেয়ায় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে পুলিশ এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। নিহত সুজনের স্ত্রী মমতাজ সুলতানা জানান, "গত ১২ জুলাই ২০১৪ রাত আনুমানিক পৌনে একটার সময় মিরপুর থানার এস আই জাহিদুর রহমান খান, কনস্টেবল আসাদ, মিথুন ও আরেকজন কনস্টেবলসহ মোট চারজন তাঁদের ধানমন্ডি থানাধীন শংকরের ভাড়া বাসায় আসে। এই সময় তাঁর স্বামী সুজন দরজা খুললে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে আটক করে এবং বাসার আসবাবপত্র ভাংচুর করতে থাকে। পুলিশ সদস্যরা তাঁদের সঙ্গে থাকা একটি রড দিয়ে সুজনের মাথায় আঘাত করে এবং লাথি মারতে থাকে। একপর্যায়ে পুলিশ সুজনকে বাথরুমের ভেতরে নিয়ে বালতিতে থাকা পানির মধ্যে মাথা ডুবিয়ে নির্যাতন করে। এরপর সুজনের সঙ্গে মমতাজ ও তাঁদের সন্তান মোশারফ হোসেন (৬) কে মিরপুর থানায় ধরে আনা হয়। থানার একটি ঘরে মমতাজ ও মোশারফকে আটকে রেখে পাশের আরেকটি ঘরে সুজনের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে এসআই জাহিদসহ তার সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্যরা। প্রায় ২০/২৫ মিনিট নির্যাতন চালানোর পর উলঙ্গ অবস্থায় সুজনকে বের করে গাড়িতে তোলা হয়। এই সময় থানার এক মহিলা পুলিশ সুজনের শরীরে একটা কাপড় পেঁচিয়ে দেয়। থানার একটি কক্ষে আটকা থাকা অবস্থায় জানালা দিয়ে তিনি এসব দেখতে পান। ১৩ জুলাই ২০১৪ সকাল আনুমানিক ৮ টায় মমতাজকে আরেকটি কক্ষে আনা হয়। সেখানে এসআই জাহিদ তাঁকে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলে। তিনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালে জাহিদ নিজের পকেট থেকে কয়েকটি গুলি বের করে বলে স্বাক্ষর না করলে এসব গুলি উদ্ধার দেখিয়ে মামলা করে তাঁকেও আদালতে পাঠিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। এরপর তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হন। স্বাক্ষর নেয়া শেষে মমতাজকে গাড়িতে তোলা হয়। এই সময় মমতাজ এসআই জাহিদের কাছে জানতে চান, সুজন কোথায় আর তাঁকে কোথায় নেয়া হচ্ছে ? এসআই জাহিদ তাঁকে জানায় সুজন হাসপাতালে ভর্তি

[৫] প্রথম আলো ১৯ জুলাই ২০১৪

আছে আর তাঁকে সেখানেই নেয়া হচ্ছে। এরপর পুলিশের গাড়িটি শংকর এলাকায় তাঁদের বাসায় আসে। মমতাজকে বসিয়ে রেখে জাহিদসহ তার সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্যরা আগের রাতে তছনছ করা বাসার আসবাবপত্র গুছিয়ে দেয়। এরপর মমতাজকে ফের গাড়িতে তুলে মিরপুরে তাঁর শ্বশুড়বাড়ির সামনের গলিতে নামিয়ে দেয় পুলিশ। গাড়ি থেকে নামার পর এসআই জাহিদ মমতাজকে বলে "আপনার স্বামী মারা গেছে ; ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার লাশ আছে ; আপনার শাশুড়িকে নিয়ে সেখানে যান "। তখন মমতাজ শ্বশুর বাড়ির লোকদের সঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। সেখানে সুজনের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ দেখতে পান। তিনি জানতে পারেন নির্যাতনের ফলে সুজন অচেতন হয়ে পড়লে পুলিশ সদস্যরা স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকরা সুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। এছাড়া পুলিশের সোর্স পরিচয়দানকারী দুবৃর্ত্তদের মাধ্যমে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে মামলা না করতে ভয় ভীতি দেখানো হয় ।[৬] সুজনের মাথা, হাত-পাসহ শরীরের অনেক স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। ময়না তদন্তকালে সুজনের দেহে নির্যাতনের এসব আলামত পেয়েছেন চিকিৎসকরা। গত ১৪ জুলাই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হাবিবুজ্জামানের নেতৃত্বে সহকারী অধ্যাপক আ.ক.ম শফিউজ্জামান এই ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন।[৭] উল্লেখ্য মাহবুবুর রহমান সুজনের ওপর নির্যাতনকারী পুলিশের এসআই জাহিদের হাতে চলতি বছরেই তিনজন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসআই জাহিদ চলতি বছরের জানুয়ারী মাসে জাভেদ হোসেন নামে এক যুবককে পায়ে গুলি করে। পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূর্ণবাসন কেন্দ্রে জাভেদ মারা যান। এ বছরেরই ফেব্রুয়ারিতে এসআই জাহিদ মোহাম্মদ জনি নামে এক বিহারী যুবককে নির্যাতন করে হত্যা করে বলে অভিযোগ ওঠে। তখন জাহিদ পল্লবী থানায় কর্মরত ছিলো। ওই ঘটনার পর তাকে পল্লবী থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়া জাহিদের বিরুদ্ধে চাঁদার দাবিতে আরো অনেককে ধরে এনে নির্যাতন,মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়, নির্যাতন করে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়ার অভিযোগ আছে।[৮] গত ১৭ জুলাই মাহবুবুর রহমান সুজনকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগে এস আই জাহিদুর রহমান খান, এএসআই রাজকুমার, কনস্টেবল আনোয়ার ও রাশেদুল এবং পুলিশের সোর্স নাসিম, পলাশ, ফয়সাল ও খোকনকে আসামী করে মিরপুর থানায় এস আই রকিবুল ইসলাম খান একটি মামলা দায়ের করেন। আসামীদের মধ্যে এস আই জাহিদুর রহমান খান ও সোর্স নাসিমকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।[৯]

১৬. *অধিকার* বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারেরর 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে একে আরো উৎসাহিত করছে। *অধিকার* নির্যাতনে মৃত্যুসহ সবধরনের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

[৬] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য ও মানবজমিন ১৪ জুলাই ২০১৪
[৭] ইত্তেফাক ১৫ জুলাই ২০১৪
[৮] প্রথম আলো ১৫ জুলাই ২০১৪
[৯] প্রথম আলো ১৮ জুলাই ২০১৪

কারাগারে মৃত্যু

১৭. জুলাই মাসে ৩ জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

১৮. কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারনে অসুস্থ হয়ে অনেক কারাবন্দি মৃত্যু বরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বহু কারাগারের হাসপাতালে চিকিৎসকের পদ শূন্য রয়েছে।

১৯. *অধিকার* প্রত্যেকটি কারাগারে কারাবন্দিদের চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে কোন কারবন্দির মৃত্যু হলে তা নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

২০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের জুলাই মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় বকেয়া বেতন-ভাতা ও বোনাসের দাবিতে সহিংস বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। এই সময় ১ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে মারা যান ও ৬৪ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে, ২০ জন শ্রমিক গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের হাতে, ১৩ জন শ্রমিক আগুনে ও ২৫ জন শ্রমিক আগুন লাগার কারণে হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে গিয়ে আহত হন।

২১. রমজান মাস চলাকালে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করায় ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাবে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করছে। মূলতঃ এই অসন্তোষের সঠিক সমাধান না করায় বিভিন্ন উৎসবের আগে তার বিস্ফোরন ঘটছে।

২২. নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত বন্ধঘোষিত র‍্যাডিকেল ডিজাইন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে হয়েছে। এইসময় পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি ও টিয়ারসেল নিক্ষেপে কমপক্ষে ২০ শ্রমিক আহত হয়েছেন। ওই কারখানার নারী শ্রমিক নীলা অধিকারকে জানান, বকেয়া বেতনের জন্য কারখানার সাড়ে ৯০০ শ্রমিক ধৈর্য্যহারা হয়ে গেছেন। আশ্বাসের পর আশ্বাস পেয়ে কয়েক সপ্তাহ যাবত কারখানায় স্বামী-সন্তান নিয়ে অনেক নারী শ্রমিক বসবাস করছিলেন। ৬ মাস যাবত কারখানা বন্ধ। ৪ মাসের বকেয়া বেতনের জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রমিকরা। গত ৮ জুলাই বিকেলে কয়েকশ নারী ও পুরুষ শ্রমিক কারখানার সামনে অবস্থান নিলে পুলিশ এসে লাঠি চার্জ শুরু করে। এতে শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ইটপাটকেল ছোঁড়ে। পরে পুলিশও এলোপাথারী গুলি ছুঁড়তে থাকে। এক পর্যায়ে শ্রমিকরা করাখানার ভেতরে অবস্থান নিলে পুলিশ সেখানেও টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে। নীলা আরো জানান,পুলিশের গুলিতে ও লাঠিচার্জে সাঈদ, দেলোয়ার হোসেন, ফেরদৌস, আজহার, শাহীন, কামাল, শিরিনা, শিল্পি, রুজিনা, শাহজাদী, পারভিন, কেয়াসহ ২০-২৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের খানপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়"। উল্লেখ্য, বন্ধঘোষিত র‍্যাডিকেল ডিজাইন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের আন্দোলনের কারণে ফতুল্লার সস্তাপুর-কাঠেরপুল শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষের আশঙ্কা করে গত ১৫ জুন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীকে বিকেএমইএ এর পক্ষ থেকে চিঠি দেয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির সহস্রাধিক শ্রমিক ৪ মাসের বকেয়া বেতনভাতা না পাওয়ায় বাসা ভাড়া ও মুদি দোকানের বকেয়া পরিশোধ করতে না পেরে ৭ তলা বিশিষ্ট র‍্যাডিকেল গার্মেন্টেসএর বিভিন্ন ফ্লোরে অবস্থান নেন। শ্রমিকদের দুপুরের খাবার সরবরাহ করছে ইউনাইটেড ফেডারেশন অফ গার্মেন্ট ওয়ার্কার্সসহ ২৫টি সংগঠন। গত ৬ জুলাই এই ব্যাপারে চারটি মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয় বিকেএমইএ ও শিল্প পুলিশ।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির কানাডিয়ান মালিকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে শ্রমিকদের ৪ মাসের বকেয়া বেতনসহ সমস্ত পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে সম্প্রতি শ্রম আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নারায়ণগঞ্জ শাখার এক পরিদর্শক।[১০]

২৩. গত ৯ জুলাই ঢাকা মহানগরীর উত্তর বাড্ডা এলাকায় বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে তোবা গ্রুপের শ্রমিকরা হোসেন মার্কেটের সামনে অবরোধ ও বিক্ষোভ করে। এই সময় আশে পাশের আরো কয়েকটি গামেন্টসের শ্রমিকরাও এই অবরোধ ও বিক্ষোভে যোগ দেন। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট ছোঁড়ে। এই ঘটনায় পুলিশসহ ১৫ জন শ্রমিক আহত হন। বিক্ষোভ মোকাবেলায় পুলিশ এই সময় জলকামান, রায়ট কারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে।[১১] মে, জুন ও জুলাই মাসের বেতন, ওভারটাইম ও ঈদ বোনাসের দাবিতে গত ২৯ জুলাই থেকে হোসেন মার্কেটের দোতালায় তোবা গ্রুপের পাঁচ কারখানার শ্রমিকরা আমরণ অনশন শুরু করেন। অনশণের চারদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ৮৪ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ১০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে গত ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর তোবা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান তাজরীন ফ্যাশনস এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলায় তোবা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেলোয়ার হোসেনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। একাধিক শ্রমিকরা অভিযোগ করছেন, "তোবা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেলোয়ার হোসেনকে কারাগার থেকে বের করার জন্যই মালিক পক্ষ শ্রমিকদের জিম্মি করেছে"।[১২]

২৪. গত ১০ জুলাই গাজীপুর জেলার শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া এলাকার সিজি গার্মেন্টস কোম্পানী লিমিটেডের প্রায় ৫০জন শ্রমিককে জোর করে ছাঁটাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ভয়ভীতি দেখিয়ে চলতি জুলাই মাসের প্রথম থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হয়। শ্রমিকরা জানান, জুলাই মাসের বেতন ও ঈদুল ফিতরের বোনাস থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করতেই এই ছাঁটাই করা হয়েছে।[১৩]

২৫. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ ও মজুরী সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘন, যা অনবরত ঘটেই চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিকার

২৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির একটি বড় অংশ এখন বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনী ও বেসরকারি কোম্পানির হাতে। এছাড়াও অনেক জায়গা-জমি, রাবার বাগান, সেগুন বাগান, অন্যান্য ব্যবসায়িক সম্পত্তিও ভূমিদস্যু ও প্রভাবশালীদের হাতে। কিন্তু এরা কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে না।[১৪] আর এই দখলদারিত্বের কারণে প্রায়ই স্থানীয় ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির সদস্যদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাত তৈরি হচ্ছে। গত ১০ জুন খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়ায় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)র নতুন একটি ব্যাটালিয়নের দপ্তর স্থাপনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির সদস্যদের সঙ্গে বিজিবি ও পুলিশের সংঘর্ষ হন। বিজিবি সদস্যরা ৫১ ব্যাটিলিয়নের

[১০] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারয়াণগঞ্জ মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১১] যুগান্তর ও নয়াদিগন্ত ১০ জুলাই ২০১৪
[১২] প্রথম আলো ১ আগস্ট ২০১৪
[১৩] যুগান্তর ১১ জুলাই ২০১৪
[১৪] প্রথম আলো ৯ জুলাই ২০১৪

প্রস্তাবিত 'হেলিপ্যাড' এলাকায় ফ্ল্যাগ স্থাপন করলে ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির নারী সদস্যরা জায়গাটি তাঁদের এবং বিজিবি'র আওতার বাইরে দাবি করে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়লে সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনায় পুলিশ-বিজিবি সদস্যসহ ২১ জন আহত হয়।[১৫] গত ১৩ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠি সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির ১৫তম অধিবেশনে বলেন, খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজেবি) নুতন ব্যাটেলিয়ন স্থাপনের জন্য সরকার সেখানে অবস্থিত ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির সদস্যদের তাঁদের পূর্বপুরুষদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে। [১৬]

২৭. পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সিএইচটি কমিশনের ৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল খাগড়াছড়ি সফর শেষ করে গত ৪ জুলাই রাঙামাটি আসেন। কিন্তু সিএইচটি কমিশনের রাঙামাটি সফর প্রতিহত করতে ছয়টি বাঙালি সংগঠন ৪ জুলাই ভোর ছয়টা থেকে রাঙামাটিতে ৩৬ ঘন্টা সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দেয়। এ অবস্থায় সিএইচটি কমিশন কোন অনুষ্ঠান না করে রাঙামাটি ছাড়বে আর আন্দোলনরত বাঙালি সংগঠনগুলো শহরের বিভিন্ন স্থানে দেয়া তাদের ব্যারিকেড তুলে নেবে,এই সমঝোতার ভিত্তিতে কমিশনের সদস্যরা পুলিশের পাহাড়ায় গত ৫ জুলাই পর্যটন মোটেল ছেড়ে একটি গাড়িতে করে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু মাত্র পৌনে এক কিলোমিটার যাওয়ার পর ওমদা মিয়া হল এলাকায় একদল দুর্বত্ত ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং ইটপাটকেল ছুঁড়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সিএইচটি কমিশনের গবেষক ইলিরা দেওয়ান এবং রাঙামাটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনু ইমতিয়াজ সোহেল আহত হন।[১৭]

২৮. *অধিকার* মনে করে, অবিলম্বে ভূমি কমিশনকে সক্রিয় করে তোলার মাধ্যমে অবৈধভাবে দখলকৃত জায়গাগুলো শনাক্ত করে ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধের আশু নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। *অধিকার* এও মনে করে যে, ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর অধিকারের প্রশ্ন ভূমি-মালিকানা এবং একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের সংবিধানে গোষ্ঠী-সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত না থাকায় ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর সম্পত্তি ক্রমশঃ তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই মৌলিক বিষয়গুলোর মীমাংসা না করে যে 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদিত হয়েছে, তা পাহাড়ে অশান্তিকেই জিইয়ে রেখেছে।

২৯. *অধিকার* সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছে, যেন অবিলম্বে পাহাড়ের বাঙ্গালী-পাহাড়ী নির্বিশেষে সমস্ত অধিবাসীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার বিষয়টি যেন দ্রুত মীমাংসা করা হয়; তা না হলে পাহাড়ের এই বিরোধ বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে, যার কিছু কিছু লক্ষণ এরই মধ্যে ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

রোহিঙ্গা-বাংলাদেশীদের বিয়ে বন্ধে আইন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি

৩০. গত ১০ জুলাই সচিবালয়ে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনের শেষ দিনে আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের বলেন, রোহিঙ্গাদের

[১৫] হিল নিউজ, ২৪ ১০ জুন ২০১৪
[১৬] ডেইলি স্টার, ১৪ জুলাই ২০১৪
[১৭] প্রথম আলো, ৬ জুলাই ২০১৪

বিয়ের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় থেকে গত ১০ জুলাই একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। এই অনুযায়ী এখন থেকে যদি কোনো কাজি রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বাংলাদেশী নাগরিকদের বিয়ে নিবন্ধন করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। [১৮]

৩১. *অধিকার* সরকারের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশনের (সিডো) ১৬ ধারার ১ উপ-ধারায় বলা আছে, রাষ্ট্রপক্ষসমূহ, বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে বিশেষ করে যে সব বিষয় নিশ্চিত করবে, তার মধ্যে ১৬(১) ক এবং ১৬(১) খ অনুযায়ী বলা আছে, 'বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার' এবং 'স্বাধীনভাবে স্বামী/স্ত্রী হিসেবে সঙ্গী বেছে নেয়ার এবং তাঁদের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিতে বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার জন্য একই অধিকার'।

৩২. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশের কোন নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা সংবিধান বিরোধী। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে বলা আছে আইনানুযায়ী ব্যতিত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ১ জন সাংবাদিক আহত, ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা, ১ জন সাংবাদিককে অপহরণের চেষ্টা ও উপজেলা ভূমি অফিসের দুর্নীতির রিপোর্ট প্রকাশের জের ধরে ১ জন সাংবাদিকের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে।

৩৪. বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভিতে শুধুমাত্র সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের খবরাখবরই পরিবেশিত হয়। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিবেচনায় আরও ১৩টি বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে, যেগুলোর মালিকরা সবাই সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি। অপরদিকে বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ২০১৩ সালের ৫-৬ মে মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের ঘটনা সরসরি সম্প্রচার করার কারনে দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দেয়া হয়। আজ অবধি তা বন্ধ রয়েছে। বন্ধ করে দেয়া আমার দেশের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কাশিমপুর-২ কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এছাড়া মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) বিল জাতীয় সংসদে পাশ করার ফলে সংবাদ মাধ্যম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। ক্ষমতায় থাকার সময় এই আইন পাশ করেছিলো বিএনপি এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এই আইনে সংশোধনী এনে তা আরও কঠোর করেছে। ফলে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এদিকে সরকার সংবাদ মাধ্যমকে আরো বেশী নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে নুতন আইন প্রণয়ন করছে বলেও জানা গেছে। গত ২২ জুলাই সচিবালয়ের দপ্তরে এক সভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মহসিন আলী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন,"প্রতি ৫-১০ সেকেন্ড পরপর আপনারা

[১৮] আমার দেশ অনলাইন সংস্করন ১১ জুলাই ২০১৪

নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনায় ভিকটিমদের লাশ দেখাচ্ছেন যা মানুষকে উস্কানী দিচ্ছে; আর এ কারণেই এমন আইন করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে আপনাদের কোন স্বাধীনতা না থাকে"। মন্ত্রী আরো বলেন,"স্বাধীনতার একটা পরিসীমা থাকা দরকার। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, তারা যা খুশী তাই করবে"।[১৯] একজন মন্ত্রীর এই ধরনের বক্তব্যের পর ধারনা করা যাচ্ছে যে, সরকার সংবাদ মাধ্যমকে আরো বেশী নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে।

৩৫. *অধিকার* সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের উদ্যোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠন ও বিকাশে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে, "চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল "। এই একই অনুচ্ছেদের(২)(ক) তে বলা আছে, "প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল" যদিও ২(ক) ও (খ) তে শর্ত সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কটুক্তি করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অভিযুক্ত

৩৬. গত জানুয়ারি মাসে শ্রেণী কক্ষে খুলনার নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক রাজীব হাসনাত শাকিল বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান, বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্ম্পকে কটুক্তি করেছেন বলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র অভিযোগ করে। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এসআই আহমেদ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২) ধারায় রাজীব হাসনাত শাকিলের বিরুদ্ধে সোনাডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন এবং গত ৩ জুলাই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মারুফ আহমেদ *অধিকারকে* জানান, মামলা দায়ের করার পর তিনি নিজে এই মামলাটি তদন্ত করেন। কিন্তু অভিযোগের সত্যতা না পেয়ে গত ৬ জুলাই আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। গত ১০ জুলাই রাজীব হাসনাত শাকিল জামিনে কারগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।[২০]

৩৭. *অধিকার* মনে করে, এই ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা দায়ের এবং গ্রেফতার চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে তা বাংলাদেশকে নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেবে।

৩৮. উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত এই বিশেষ ক্ষমতা আইন মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ভিন্নমতালম্বীদের দমন-পীড়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সবসময় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। *অধিকার* অবিলম্বে এই নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৯. ২০১৪ সালের জুলাই মাসে ৮ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

---

[১৯] ডেইলি স্টার, ২৩ জুলাই ২০১৪

[২০] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৪০. মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার কারণে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে *অধিকার* মনে করে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৪১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ৪ জনকে গুলি করে এবং ১ জনকে কুপিয়ে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ৯ জন।

৪২. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ প্রায়ই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের বসতবাড়ীতে হামলা ও লুটপাট করে এবং অনেককে ধরে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাবার পর অনেককেই আবার নির্যাতন করে বা হত্যা করে সীমান্তে ফেলে রেখে যায় বিএসএফ। এছাড়া বিএসএফ'র বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কৃষি জমি দখলেরও অভিযোগ আছে।

৪৩. গত ২১ জুলাই কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার নন্দেরকুটি সীমান্তের ৯৩৭ নং আন্তর্জাতিক মেইন পিলারের পাশে জিরো লাইনে নাজমুল হক (১২) নামে এক শিশু ঘাস কাটতে যায়। এই সময় ১২৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের অধীন থরাইখানা ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা ঘাস কাটার কাঁচি দিয়ে নাজমুল হককে কোপায়। এতে নাজমুলের ডান হাতের কবজি কেটে যায়।[২১]

৪৪. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দু'দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে গুলি করে তাঁকে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লংঘন।

৪৫. *অধিকার* মনে করে, সীমান্তের কাছে অবস্থিত বেসামরিক নাগরিকদের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতনের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করা বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৬. দেশের প্রভাবশালী মহল জমি দখল, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলসহ নানান স্বার্থের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এরপর এই হামলার ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। ফলে হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৪৭. নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলাতে সম্পত্তি লিখে না দেয়ায় একটি দরিদ্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র লীগের স্থানীয় কয়েকজন নেতা ও তাদের সমর্থকরা হামলা চালিয়ে তাদের বাড়ি-ঘর ভাংচুর করে এবং নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকারসহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নেয়। এই ঘটনায়

[২১] ইনকিলাব, ২৩ জুলাই ২০১৪

সংখ্যালঘু পরিবারের কয়েকজন সদস্য আহত হন। জানা গেছে, নরসিংদীর ছোট মাধবদীর কাশিপুর এলাকায় মৃত সুভাস চন্দ্র দাসের ১০ শতাংশ জমি অবৈধভাবে দখল করে রাখে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের স্থানীয় কমিটির সহ-সভাপতি ইব্রাহীম বাবুল, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা যুবায়ের ও হুমায়ন কবির। এর বিরুদ্ধে মামলা করে সংখ্যালঘু পরিবারটি। সম্প্রতি মৃত সুভাষচন্দ্রের পরিবারের পক্ষে আদালত জমির মালিকানার রায় প্রদান করে। একই সঙ্গে জমি ওই পরিবারকে বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু জমি বুঝিয়ে না দিয়ে ছাত্রলীগের নেতারা তাদের পক্ষে জমি লিখে দিতে ওই দরিদ্র সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু পরিবারটি জমি লিখে দিতে রাজি না হওয়ায় গত ৭ জুলাই ছাত্রলীগ নেতারা দলবল নিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারটির ওপর হামলা চালায়। বিষয়টি পুলিশকে জানানোর কারণে ছাত্রলীগ নেতারা ওই দিন রাত ৩ টায় আবার তাঁদের বাড়িতে হামলা চালায়। এই ব্যাপারে স্থানীয় হিন্দু কমিউনিটির নেতা এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-তথ্য ও যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক সুখরঞ্জন বণিক বলেন,"সংখ্যালঘু সম্পদায়ের এই পরিবারটির ওপর হামলার ঘটনাটি দুঃখজনক। অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলে মাধবদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কাশেম তাঁকে থানায় ৪ ঘন্টা আটক করে রাখে এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার ভয় দেখায়"।[২২]

৪৮. *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৯. নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। জুলাই মাসে অনেক নারী যৌতুক সহিংসতা, এসিড আক্রমণ, ধর্ষণ এবং বখাটেদের হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৫০. জুলাই মাসে ২১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১১ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং যৌতুকের কারণে নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে ২ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

৫১. যৌতুক একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে; যার ফলে সমাজের সব স্তরের নারী ও তাঁদের পরিবারগুলো আক্রান্ত হচ্ছেন এবং প্রায়শই দরিদ্র নারীরা/বা তাঁদের পরিবার যৌতুক দিতে না পারার কারণে তাঁদের স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ীর সদস্যরা ঐ নারীদের হত্যা করছে বা শারিরীকভাবে আক্রমণ করছে।

৫২. টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে আমেনা বেগম (১৮) নামে এক নববধূকে যৌতুকের জন্য তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকজন হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১ জুলাই দুপুরে আমেনার শ্বশুর বাড়ির পাশে পোষণা এলাকায় নদীতে আমেনার লাশ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। নিহতের নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল এবং গলা থেঁতলানো ছিল। এ ঘটনায় কালিহাতী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমেনার পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের টাকার জন্য চাপ

[২২] যুগান্তর, ৯ জুলাই ২০১৪

দিয়ে আসছিলো আমেনার স্বামী হারুন ও তার পরিবারের সদস্যরা। এই কারণে প্রায়ই আমেনাকে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতো।[২৩]

৫৩.গত ৬ জুলাই সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় স্বপ্না খাতুন নামে গৃহবধুকে (১৮) তাঁর স্বামী রাজগুল হোসেন ও শ্বশুড় বাড়ির লোকজন যৌতুকের টাকা দিতে না পারার কারণে ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে মারধর করে। এই সময় স্বপ্না সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মনে করে স্বামী রাজগুল হোসেন ও শ্বশুড় বাড়ির লোকজন তাঁকে একটি চিংড়ি ঘেরে ফেলে রেখে যায়। এলাকাবাসী বিষয়টি জানতে পেরে স্বপ্নাকে চিংড়ি ঘের থেকে উদ্ধার করে শ্যামনগর হাসপাতালে ভর্তি করে।[২৪]

এসিড সহিংসতা

৫৪.জুলাই মাসে মোট ৫ জন এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩ জন নারী, ১ জন পুরুষ ও ১ জন বালক এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৫৫.গত ৫ জুলাই কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের অধিবাসী আয়ুব আলীর বাড়িতে একটি ঘরে ঘুমিয়েছিলেন আয়ুব আলীর বোন সালেহা খাতুন, আয়ুব আলীর কলেজ পড়ুয়া মেয়ে সোনিয়া খাতুন ও ছেলে তিতুমির। এই সময় দুর্বৃত্তরা জানালা দিয়ে এসিড ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। এসিডে তিনজনের শরীর ঝলসে গেলে তাঁদের চিৎকারে প্রতিবেশীরা এসে প্রথমে তাঁদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে এবং পরে সোনিয়া ও তিতুমিরের অবস্থা আশংকাজনক হলে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোনিয়া খাতুনের শরীরের ৪০ শতাংশ ঝলসে গেছে বলে চিকিসকরা জানান। এই ব্যাপারে পুলিশ মোহাম্মদ বাবু নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।[২৫]

৫৬. গত ১৪ জুলাই জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার রতনপুর গ্রামে যৌতুকের দাবিতে মিনারা আকতার সাথী নামে এক গৃহবধুকে মারধর করার পর তাঁকে এসিডে ঝলসে দেয় তাঁর স্বামী স্কুল শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। এসিডদগ্ধ মিনারা আকতারকে জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মিনারা আকতার অভিযোগ করেন, বিয়ের সময় তাঁর মা বাড়ি বিক্রি করে তিন লক্ষ টাকা যৌতুক দেন। কিন্তু তাঁর স্বামী আরও দুই লক্ষ টাকার দাবিতে তাঁকে প্রায়ই অত্যাচার করতো।[২৬]

ধর্ষণ

৫৭.জুলাই মাসে মোট ৪৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৬ জন নারী, ২৭ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ১৬ জন নারীর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ১ জন নারী ও ৫ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

[২৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট টাঙ্গাইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৪] নয়াদিগন্ত, ৯ জুলাই ২০১৪

[২৫] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৬] যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০১৪

৫৮.গত ৯ জুলাই ঢাকা মহনগরীর কাফরুল এলাকায় মাজেদা খাতুন নামে এক স্কুল ছাত্রীকে তাঁর ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীর বাসায় অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁদের পাশের বাসার ভাড়াটিয়া মুজিবর নামের এক যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে এবং পরে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।[২৭]

৫৯.গত ১৭ জুলাই ঢাকা মহানগরীর পল্লবীর একটি বস্তিতে এক গৃহবধুর ঘরে প্রবেশ করে আবদুল মতিন নামে এক ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে। গৃহবধুর স্বামী নিরাপত্তা রক্ষীর কাজ করায় তিনি সে রাতে ঘরের বাইরে ছিলেন। গৃহবধুর চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এসে মতিনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।[২৮]

যৌন হয়রানী

৬০.জুলাই মাসে মোট ২১ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন ৩ জন, আত্মহত্যা করেছেন ২ জন ও ১৬ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১ জন পুরুষ ও ১ জন নারী নিহত এবং ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী আহত হয়েছেন।

৬১. গত ৭ জুলাই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি ওবায়দুল হক কায়েস তার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রীকে শারীরিকভাবে নিগৃহিত করে।[২৯]

৬২.পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার আমখোলা ইউনিয়নের দড়িবাহেরচর গ্রামের কলেজ ছাত্রী রিমা আক্তার (১৮) কে দুই সন্তানের বাবা নাসির সিকদার কলেজে যাওয়া আসার পথে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো। এক পর্যায়ে রিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নাসির প্রত্যাক্ষ্যাত হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নাসির সিকদার গত ১৪ জুলাই রাতে তার পাঁচ-সাতজন সহযোগী নিয়ে রিমাদের বাড়িতে যায় এবং সারা রাত তাদের বাড়িতে অবস্থান করে রিমাকে জোর করে তুলে নেয়ার হুমকি দেয়। এই ঘটনায় ১৫ জুলাই সকালে রিমা কিটনাশক খেয়ে অত্মহত্যার চেষ্টা করলে তাঁকে পটুয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়,সেখানে চিকিৎসাধিন অবস্থায় রিমার মৃত্যু হয়।

৬৩. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও সাক্ষির নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও গাণিতিকহারে সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩)

৬৪.নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৩০] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা

[২৭] মানবজমিন, ১০ জুলাই ২০১৪
[২৮] ইত্তেফাক, ১৮ জুলাই ২০১৪
[২৯] নিউএজ, ৮ জুলাই ২০১৪

মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লংঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৬৫. *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি অবিলম্বে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

অধিকার এর প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় দেয়নি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

৬৬. *অধিকার* এর প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এর কর্মকাণ্ড ব্যাহত করার কৌশল নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় এখনও পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে আসছিল।

৬৭. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অধিকার উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তির অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলছে। এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৬৮. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৯ এপ্রিল ২০১৪ 'এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য অডিট রিপোর্টসহ আবেদনপত্র

---

[৩০] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

জমা দেয় *অধিকার*। প্রকল্পটি নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে চারটি জেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অর্থ ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পটির ২য় বর্ষের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৬৯. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-জুলাই ২০১৪*									
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড **	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫	৭	১১	৭৭
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	০	২	২	১	৮
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৬	৪	১	০	৩	৩৩
	পিটিয়ে হত্যা	১	১	০	০	১	১	০	৪
	মোট	৩৯	১৭	১৪	১৮	৯	১০	১৫	১২২
গুম		১	৭	২	১৮	০	০	০	২৮
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৪	৪	০	১৪
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১	১০	৫	২৮
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	১৭	৫	৯	৬৮
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	৫	৪	৩	২৯
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	১	০	০	১
	আহত	২	৯	৭	২৫	৫	২	১	৫১
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	১	১	০	৯
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	১৫	০	০	১৮
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	০	১	০	৫
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	১৭	১৭	১৩	৮	১৪০
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯৩	৪১২	২৪৬	৫৮৯	৫৮২১
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২২	১৮	৩১	২২	১৩৪
ধর্ষণ		৩৯	৫১	৪২	৫৬	৬৩	৪৫	৪৪	৩৪০
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	২২	১২	২১	১৩৫
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৫	৬	৪	৫	৩০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	১১	৬	৮	৭১
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০	০	১	১
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৪৯	১১৫	১২২	৫৯৭

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত।

** জানুয়ারি-জুলাই পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ২০ টি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যা রাজনৈতিক সহিংসতার অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় নেতা কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন বিরোধী আভ্যন্তরীন আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. কারাবন্দীদের চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং কারা কতৃপক্ষের অবহেলার কারণে কোন কারবন্দির মৃত্যু হলে তার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৫. অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি কমিশনকে সক্রিয় করে তোলার মাধ্যমে অবৈধভাবে দখলকৃত জায়গাগুলো শনাক্ত করে ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধের আশু নিষ্পত্তি করতে হবে।

৬. সরকারকে নাগরিকদের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা বন্ধ করতে হবে। আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্রের মাধ্যমে জারিকৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৭. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিদের ওপর দমন নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত নিবর্তনমূলক আইন বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৯. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু,তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. অবিলম্বে *অধিকার* এর সব প্রকল্প এর অর্থছাড় দিতে হবে।